R. N. No. 2532/57　　Phone No. RGG.112　　Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ২০শ সংখ্যা।
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ৮ই অক্টোবর, ১৯৮৬ সাল।
নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫্ সডাক

এই বর্ষণ আউশের সামান্য ক্ষতি করলেও আমন এবং রবি ফসলের পক্ষে সহায়ক

কৃষি সংবাদদাতা : এই বর্ষণে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশী। টানা নয় দিনের বর্ষণ আউশ ধানের ক্ষতি হলেও আমন এবং রবি ফসলের পক্ষে সহায়ক হবে। আষাঢ়-শ্রাবণে অনিয়মিত বৃষ্টির ফলে আমন রোয়াকে এবার বিলম্ব হয়েছিল। এবং ঠিক সময়ে খনার 'ভাদর-আশ্বিন মাসে শিস পিছু আধি কলসী জল'—এর যোগান প্রায় দিয়ে ফেলেছে প্রকৃতি। বর্ষায় যে সমস্ত পুকুরে জল জমেনি, শরতের এই বর্ষণে সেই সমস্ত পুকুর উপচে পড়ছে। ফলে গম, সরিষা ইত্যাদি রবি ফসল চাষের সম্ভাবনা এবং সেচের যোগান নিশ্চিত হয়েছে।

এস আর পি পি : ধান উৎপাদনের বিশেষ প্রকল্পের সাগরদীঘি ব্লকে পাঁচশালা পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষে প্রায় পঁচাশি শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে ৪২০০ আমন ধানের বীজ মিনিকিট, সমপরিমাণ সার মিনিকিট বিলি এবং ছাপান্ন হেক্টর যৌথ বীজতলা করা হয়েছে। সরকারী অনুদানে এক টন উচ্চ ফলনশীল ধানবীজ বিক্রয় এবং প্রায় সত্তর হেক্টর জমিতে প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হয়েছে। মাজরা পোকা দমনে ৫০ শতাংশ সরকারী অনুদানে ফসকামিডন-৮৫% কীটনাশক বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে গত বৎসর চাষীরা অভিযোগ করায় এবার এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশনকে চাষীদের চাহিদামত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে বলা হয়েছে এবং সেই মত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, চলতি আর্থিক বছরে ষাটটি একদিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে এবং প্রকল্পের অবশিষ্ট পনেরো শতাংশ কাজ বোরো খন্দে সম্পূর্ণ করা হবে।

কর্মীবিহীন জঙ্গিপুর অটো টেলিফোন একচেঞ্জ

জঙ্গিপুর : স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স জহরমল মুন্দ্রার পক্ষে নন্দকিশোর মুন্দ্রা এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, জঙ্গিপুর অটো-এক্সচেঞ্জে নাকি কোন সময়েই কোন কর্মীকে পাওয়া যায় না। তাঁর আরো অভিযোগ, টেলিফোনের বিল সময়মত না পাওয়ায় তাঁরা বিলের টাকা জমা দিতে পারেননি। ফলে তাঁদের লাইন কাটা পড়ে। তাঁরা এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর অটো এক্সচেঞ্জে বহুবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কাওকে না পেয়ে অগত্যা রঘুনাথগঞ্জে টি আই এর সঙ্গে দেখা করে ডুপ্লিকেট বিল এনে টাকা জমা দেন। কিন্তু তারপরও বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলেও লাইন যোগাযোগ পাননি। লাইনের ব্যাপারে বারবার অটো এক্সচেঞ্জে চেষ্টা করেও কোন কর্মীর দেখা পাননি। ফলে অন্য টেলিফোন থেকে ট্রাঙ্ক বুক করে রঘুনাথগঞ্জ এক্সচেঞ্জে কথাবার্তা বলতে বাধ্য হন। তিনি জানতে চান—কেন জঙ্গিপুর অটো এক্সচেঞ্জে কর্মী থাকছে না। কেন একই পুরসভার বাসিন্দা হয়েও তাঁদের ট্রাঙ্ক বুক করতে হয় রঘুনাথগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ? এ অভিযোগ শুধুমাত্র উক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেরই নয়, রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর শহরের পঞ্চাশ হাজার মানুষের।

ভাঙ্গন রুখতে মুখ্যমন্ত্রীকে তারবার্তা

জঙ্গিপুর : কলাবাগ, গোবিন্দপুর, কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামগুলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল গঙ্গার ভাঙনে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এই ভাঙনরোধ করতে না পারলে গ্রামগুলি খুব শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। স্থানীয় মানুষেরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এক তারবার্তা পাঠিয়েছেন।

রেডক্রশ সোসাইটির দান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১ অক্টোবর জঙ্গিপুর মহকুমা রেডক্রশ সোসাইটির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসক ও সোসাইটির চেয়ারম্যান রীনচেন টেম্পো স্থানীয় হাসপাতালে ১০,০৯৬ টাকা মূল্যের একটি ই, সি, জি. মেসিন দান করেন। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে চেয়ারম্যানের এক আলোচনায় ঠিক হয়—বাইরের বা পেয়িং বেডের রোগীদের ক্ষেত্রে এই মেসিন ব্যবহার হলে ফি লাগবে ত্রিশ টাকা এবং ফ্রি বেডের রোগীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হবে আট টাকা। এর পূর্বে এই সংস্থা থেকে হাসপাতালে একটি ব্লাড সুগার পরীক্ষার ইলেকট্রনিক মেসিন দান করা হয়।

সরকারী উদ্যোগে কারুশিল্প প্রতিযোগিতা

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর জানাচ্ছেন, পঃ বঃ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের পরিচালনায় বিভিন্ন চারু শিল্পীদের সামগ্রীর উপর নভেম্বর '৮৬ তে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জেলা প্রতিযোগিতায় ২টি প্রথম, ২টি দ্বিতীয় ও ৪টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় ২৫টি করে প্রথম, দ্বিতীয় ও বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হবে। এরপর অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী জেলার প্রতিযোগিগণকে জেলা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

কমিটির গাফিলতিতে খেলা ভণ্ডুল

বাণীপুর : তরুণ ইউনাইটেড ক্লাব পরিচালিত গিরিজাভূষণ রায় ও রিয়াজুদ্দিন মণ্ডল স্মৃতি শীল্ড (ফর এভার) ফুটবল প্রতিযোগিতার ২৮ সেপ্টেম্বরের খেলাটি কমিটির গাফিলতিতে ভণ্ডুল হয়ে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কমিটি ঐ দিন কোন রেফারীর বন্দোবস্ত করেননি। সম্পাদক আলি আসগার রেফারিংয়ের কিছু না জানলেও নিজের খুশিমত রেফারী হয়ে মাঠে নামেন। তাঁর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনায় গোলমাল চরমে উঠে এবং তিনি অজগরপাড়া সর্বাত্মক সংঘের একজন (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ড্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯৩ সাল

দুর্গতিনাশিনী মা

দুঃখ-দৈন্য পূর্ণ বঙ্গে দুর্গতিনাশিনী মা আসিতেছেন। এ বৎসর নূতন আসা নয়, বৎসর বৎসর তিনি আসেন, এবারও আসিতেছেন। মায়ের আসার আশায় এখনকার খণ্ডিত বঙ্গেও সাড়া পড়িয়াছে। পূজা উপলক্ষে প্রবাসী স্ব গৃহে যাইবার মানসে আনন্দিত। বিবাহিতা কন্যা পিতামাতার সাথে দর্শন হইবে এই আশায় আশান্বিতা। সকলেই মনের হর্ষে আপন প্রিয়জনের আগমন আশায় উন্মুখ। স্বামী পত্নীর জন্য, পিতামাতা পুত্রকন্যার জন্য, আত্মীয় আত্মীয়ের জন্য নানা সুখকর সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত। যাহারা 'দিন আনে দিন খায়' তাহারাও মহাপূজার তিন-দিন আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিজনদের জন্য আনন্দ উপহার সংগ্রহে সচেষ্ট। ব্যবসা-দারেরা আয় বৃদ্ধির আশা করিয়া বিভিন্ন সামগ্রীতে বিপণী সাজাইয়া ক্রেতার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষই মায়ের আনন্দময় আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট, এই বৎসর কয়েক দিন যাবৎ যে অপ্রয়োজনীয় বর্ষণ শুরু হইয়াছে, তাহাতে পূজার আনন্দ নিরানন্দে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক দিন ব্যাপী প্রবল বর্ষণে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র বন্যার তাণ্ডবলীলা দেখা দিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে। মানুষ বাস্তুহারা হইয়া ত্রাণ-শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। মাঠের ফসল ঘরে তুলিবার পূর্বে মাঠেই বিনষ্ট হইয়াছে। হাহাকার চতুর্দিকে। দুর্গতি-নাশিনী মা আসিবার ঠিক পূর্বক্ষণেই বাঙালীর দুর্গতির ঘড়া পূর্ণ হইয়া গেল। রাজধানী কলিকাতা কয়েক-দিন ধরিয়া দুর্গম জলাভূমিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। বাতিল হইয়াছিল দূর যাতা-য়াতের সকল ট্রেন, বাস। এখনও আকাশের অবস্থা যাহা রহিয়াছে, আবহাওয়া অফিস যাহা বলিতেছে তাহাতে অবস্থা উন্নতির কোন আশাবাণী শোনা যাইতেছে না। প্রবল বর্ষণে ও দুর্য্যোগে ব্যবসাদার ক্ষতিগ্রস্ত, চাষীরা সর্বস্বান্ত, গ্রামবাসীরা গৃহহীন হইয়া-ছেন। তবুও পূজা হইতেছে। ক্লাব বা বারোয়ারী প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যরা চাঁদার খাতা হাতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। জোর-জুলুম চলিতেছে। যাহারা দাতা তাহাদের দেবার ক্ষমতা পরিমাপ করিবার মত মন কাহারোও আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। হয়তো দেখা যাইবে মণ্ডপ-সজ্জা প্রতি বৎসরের মতই হইবে। আলোর রোশনাই, মাইকের চিৎকার, বাজনার আড়ম্বর কমিবে না। বস্ত্রহীন, সহায় সম্বলহীন সর্বস্বান্ত চাষীর দুঃখে সমবেদনা দেখাইবার প্রয়োজনও সংস্থার কর্মকর্তারা ভুলিয়া পূজার আনন্দে মাতিয়া উঠিবেন। তাহাদেরই মধ্যে হয়তো দয়ালু কোন মানুষের দৃষ্টি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত পতিত হইবে দুঃস্থ মানুষ-গুলির ম্লান মুখের উপর। তাঁহারা দেখিবেন-- 'দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে'। সরকারী ব্যবস্থায় বিতরিত হইবে খাদ্য, বস্ত্র। কিন্তু যে প্রাণগুলি চিরকালের মত হারাইয়া গেল আমাদের অবিবেচনায়, অবহেলায় তাহারা আর তো ফিরিয়া আসিবে না। চিরকালীন এই দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার মত ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যদি বিভিন্ন সংস্থার তরুণেরা মাতৃ আরাধনায় আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়ভার কমাইয়া দুঃস্থ মানুষের পার্শ্বে দাঁড়াইবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, যদি তাঁহারা দুর্গতিনাশিনী মায়ের চরণে একত্র হইয়া এই অবহেলা-জনিত দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার শপথ নেন, তবে তাহাদের সেই সমবেত প্রচেষ্টায় আবার মাতৃপূজা সার্থক হইতে পারে। সন্তানদের গর্বে মাতৃ-আনন উজ্জ্বল হইয়া মা দুর্গতিনাশিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র-লেখকের নিজস্ব)

যুব উৎসব ও আমাদের ভবিষ্যৎ

প্রসঙ্গটা এসেছে সদ্য সমাপ্ত রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম পৌর যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন মহল থেকে আমাকে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল এবারে সাংস্কৃতিক দিকে আমাদের যে বিরাট সাফল্য এসেছে. সে বিষয়ে এই মুহূর্তে আমি আমার সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে কি চিন্তা করছি। প্রশ্নের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে বিগত কয়েক বছরের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ফসল থেকে পরিষ্কারভাবে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো— শুধুমাত্র একটি সংস্থা নয়— ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে আমাদের এলাকার সার্বিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হোক প্রথমেই এটা আমি মনেপ্রাণে চাই। এ মহকুমায় আমরা এ দিকটায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি —এ তুর্ণামে বড় ঘা লাগে বুকে। তাই একেবারে শিশু থেকেই বিভিন্ন আঙ্গিক সংস্কৃতির পাদপীঠ হিসেবে জঙ্গিপুর গড়ে উঠুক— বিগত কয়েক বছর ধরে অবিরাম এই প্রচেষ্টাই হলো আমার মূল লক্ষ্য বা ভবিষ্যৎ। কিন্তু বিষয়টা পরিতাপের হয় তখনই যখন দেখি এ বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টা যথেষ্ট আনন্দের ও গর্বের হলেও স্থানীয় মহলের অপচেষ্টা ও অপব্যবহার দেখে। দেখুন অন্যান্য উন্নত সংস্কৃতি-চর্চার এলাকার সাথে আমাদের এক সাথে মিশিয়ে দিলে চলবে না। কারণটা, বছরে একবার মাত্র সরকারী প্রতিযোগিতার মাধ্যমই কি চর্চার প্রকৃত মাপকাঠি? সত্যিই কি তাতে শিশু বা কিশোর মনের বিকাশ ঘটবে বা ঘটছে? লক্ষ্য করে থাকবেন বছরের পর বছর একই চিত্র—মহকুমা পর্যন্তই আমাদের কৃতিত্ব শেষ। জেলাতে আমাদের ছেলেরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শতকরা নব্বই ভাগই হয় মৃত নয় অর্ধমৃত। আমাদের আজ এই হাল হলো কেন? বিগত চার বছরের সাংস্কৃতিক ক্রমাগত সাফল্যের 'উর্বর ফসলের' ওপরে দাঁড়িয়ে আজ আমাদের সত্যিই ভাবনার সময় এসেছে। আমি উদাহরণ দিই— যেমন অঙ্কন প্রতিযোগিতা। আমি মনে করি অন্ততঃ আমাদের মহকুমায় সরকারী উদ্যোগে বছরে একবার যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয় তা নিতান্তই প্রহসনমাত্র। কারণ অঙ্কন চর্চার প্রকৃত কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই এখানে নেই। তাই প্রশ্ন—আদৌ এর বিকাশ ঘটবার সম্ভাবনা কোন দিনও আছে কি? যদি না থাকে তবে এভাবে প্রতিযোগিতা চালানোর উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয়তঃ বেশী দূরে যাচ্ছি না—আমার সংস্থাতেই এমন কিছু মেধাবী গায়ক-গায়িকা, শিশু শিল্পী প্রতিভা রয়েছে যারা ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকা সত্বেও অর্থাভাবে কিংবা সুযোগের অভাবে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত—এদের দায়িত্ব কে নেবে বা কার নেওয়া উচিত? জঙ্গিপুরের একজন

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংস্কৃতি-প্রেমী যুবক হিসেবে জঙ্গিপুর সাংস্কৃতিক দিকে এক মূলমঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠুক—সেদিকে চোখ রেখে বলছি—সরকারী উদ্যোগে বছরে একবার প্রতিযোগিতা করে হাজার হাজার টাকা অন্ধের মতো খরচ না করে বিভিন্ন বিভাগে একটি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে দেওয়া হোক। জঙ্গিপুরের বুকে প্রকৃত চর্চার ঢেউ নেমে আসুক যাতে করে ভবিষ্যত মানুষদের আমরা বলে যেতে পারবো জয়মাল্যের প্রথম ফুলখানি আমরাই গেঁথে দিয়েছিলাম।

শ্রীস্মরণ দত্ত, সম্পাদক
অঙ্কুর সাহিত্য-গোষ্ঠী,
রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির।

ডাক বিভাগ প্রসঙ্গে

আমি হরিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। হরিরামপুর গ্রামের পোষ্ট অফিস মনিগ্রাম। আমাদের গ্রামে দৈনিক বিট থাকা সত্ত্বেও পিওন নিয়মিত গ্রামে না আসার ফলে চিঠি-পত্র, মানি অর্ডার ঠিকমত বিলি হয় না। বর্ত্তমান মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে আমি ও আমার এক সহকারী অম্বুজকুমার মণ্ডলের বেতন আজ পর্যন্ত পাইনি। অথচ আমার আর একজন সহকারী শিক্ষক মনিগ্রামের বলাইচন্দ্র সাহা গত ১১ই সেপ্টেম্বর পোষ্ট অফিসে গিয়ে টাকা এনেছেন। আমি ১৮ সেপ্টেম্বর পোষ্ট অফিসে গিয়েও টাকা পাইনি। ক্যাস নাই অজুহাত দেখিয়ে পোষ্ট মাষ্টার আমাকে হয়রাণ করেন এবং বলেন—এবার থেকে পোষ্ট অফিসে এসে টাকা নিয়ে যেতে হবে। পিওন গ্রামে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে না। তাঁর এই কথার প্রতিবাদ করলে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন—আমার পিওন আপনার গ্রামে যাবে না। আপনি যা পারেন করে নেবেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের চিঠি-পত্র ও মানি অর্ডার যাতে ঠিকমত পায় তার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিবশঙ্কর ঘোষ
২০-৯-৮৬ হরিরামপুর।

মহাত্মাজীর ধর্ম

"আমার ধর্ম কোন ভৌগলিক সীমার মাঝে
আবদ্ধ নেই। আমার ধর্মের ভিত্তি হল ভালবাসা
এবং অহিংসা। আমার ধর্ম কাউকে ঘৃণা
করতে শেখায় না।
ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে নয়—
তা শেখায় সকলকে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধতে।"
এটাই ছিল মহাত্মাজীর ধর্ম

ভালবাসা এবং সহনশীলতার প্রকৃত ধর্ম

davp 86/229 Ben

তিন্নচোখে

আজ পঞ্চমী। আগামীকাল দুর্গা-ষষ্ঠী। বিকেলের আলো নিভতে না নিভতে বোধনের ঢাক বেজে উঠবে। শারদীয় মহোৎসব শুরু হবে। মনে পড়ে যায় গিরিরাজ পত্নী মেনকার সকাতর আর্তি:

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা আমার কত কেঁদেছে।

সেই গিরিরাজ পত্নী মেনকার কন্যা স্নেহের দুলালী উমা আসছেন পিতৃগৃহে। তাঁর স্থিতিকাল মাত্র তিনদিনের। তিনদিনের মিলনোৎসব শেষ হবে চোখের জলে। 'পুনরাগমনায় চ' মন্ত্রের প্রার্থনায় আমাদের মন দেবীর জন্য দুঃখে উদ্বেলিত হবে। সত্যি 'এই তিনদিন

বাঙ্গালী জীবনে—তিন বিন্দু বারি
বঙ্গ মরুভূমে।'

আনন্দময়ীর আগমনে বাংলার গ্রামেগঞ্জে আনন্দের স্বতস্ফূর্ত ধারা বয়ে চলেছে। বাঙালী মেতে উঠবে শারদোৎসবের নির্মল আনন্দে। দৈনন্দিন জীবনের নৈরাশ্য, অভাব-অনটন, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা সব কিছুকে নস্যাৎ করে।

আবার ভ্রমণবিলাসী বাঙালীদের সারা বৎসরের মত পূজা ভ্রমণের পরিকল্পনার দিন অবসান হল। অনেকে ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে। অনেকে পূজার তিনদিন কাটিয়ে বাইরে যাবেন। হয়তো কোন মন্দিরময় দেশে, সমুদ্রের কোলে। অথবা কোনশৈল শহরে। আবার বিভূতিবাবুর গোপীকৃষ্ণ ও শম্ভু ডাক্তারদের মত লোকেরাও পূজার সময় ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে থাকেন। স্বপ্ন দেখেন দক্ষিণ ভারতের অথবা চিত্রকূট পর্বতের। সাধ থাকলেও তাঁদের সাধ্য নাই। তবুও তাঁরা ঘর হতে দু-পা ফেলে বাড়ির কাছাকাছি কোনও অচেনা অজানা গ্রামে পূজার তিনদিন কাটিয়ে আসবেন। সেই গ্রামের মেঠো রাস্তা, শিশির ভেজা অলপথ, শিউলির সুবাস, পদ্মভরা দীঘি, প্রাচীন শিবমন্দির তাঁদের অফুরন্ত আনন্দ দেবে। তাঁরা হারিয়ে যাবেন গ্রামের নাটমন্দিরের কেষ্টযাত্রা বা কবিগানের আসরে। তবে একটা কথা বলতে মন চায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যার পর থেকে—যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেশমাতৃকা—মা যা হইবেন'—দুর্গা সেইরূপেই

প্রশাসন সমাজ বিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে

জঙ্গিপুর: সমাজবিরোধী ও চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে পড়েছে শহর জঙ্গিপুর। দিনের বেলায় প্রকাশ্যে এই সব সমাজ বিরোধীরা চোরাপথে সীমান্ত এলাকা দিয়ে বিভিন্ন মাল পাচার করে এপার বাংলায় আনছে। এই সব অপকর্মে স্থানীয় কিছু বেকার যুবকও যুক্ত আছে। সমস্ত কিছু জেনেও প্রশাসন ঘুমিয়ে আছে। এই অভিযোগ করেন জঙ্গিপুরের এম, এল, এ হাবিবুর রহমান।

কারু শিল্প প্রতিযোগিতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিল্পকেন্দ্রে আগামী ৩০ অক্টোবর মধ্যে নিজ নিজ সামগ্রী জমা দিতে হবে। কলকাতার শিল্পীরা সামগ্রী জমা দেবেন ঐ তারিখেই ১৮এ এবং বি এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০০১ এই ঠিকানায়। কোন সরকারী সংস্থায় নিযুক্ত বা কর্মরত কারিগর বা শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না। কেবলমাত্র কারুশিল্পের দ্বারা যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার অধিকারী হবেন।

খেলা ভণ্ডুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বার হয়ে যাবার নির্দেশ দেন। খেলোয়াড়টি ক্ষমা চাইলেও তিনি তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করেন না। ফলে সর্বাত্মক সংঘের খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে চলে আসে, চলতি খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়। উপস্থিত দর্শকেরা এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ এবং তাঁরা এর জন্য খেলা পরিচালক কমিটিকে দায়ী করেন।

কল্পিত। এটা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি আমাদের হৃদয়ে। তাই মহাসপ্তমীর প্রাক্কালে সেই জ্যোতির্ময়ী সিংহবাহিনী, দশপ্রহরণধারিণী মহৈশ্বর্য্যময়ী মহাশক্তি, দুর্গতিনাশিনী দেবীর কাছে আমাদের প্রার্থনা—আজকের সভ্যসমাজে লক্ষ লক্ষ অসুর সভ্যতার বর্ম পড়ে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের মন আসুরিকভাবে আচ্ছন্ন। মা যেন আমাদের শক্তি দেন যাতে আমরা সেই অসুরদের নিধন করতে পারি।

মণি সেন

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা:
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বি: দ্র: টিভি সারভিসিং করা হয়।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দাস ব্যাটারী কোং
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টোরেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন: আর জি জি ১৫৫

রিডাকসন সেল
৺কালীপূজো উপলক্ষে ও খরিদদারদের বিশেষ অনুরোধে রিডাকসন সেলের সময় ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ান হ'ল।
প্রামাণিক বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

পূজো উপলক্ষে "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস" আপনাদের জানাচ্ছে একটি আনন্দ সংবাদ। আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় ষ্টীল ফার্ণিচারে ৫% ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগে বেছে নিন আপনার পছন্দ মতো জিনিস। সব রকম ষ্টীল ফার্ণিচারে ১ বৎসরের ফ্রী সার্ভিস ও গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
সেনগুপ্ত ফারণিচার হাউস রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।